2/8/2007

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...........
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩ .....

# ৪শ' বিডিআর ও ৬শ' পুলিশের সহায়তায় আজ ঢাবির ১১ হল অস্ত্রমুক্ত করার অভিযান

**বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥** অস্ত্র ও বহিরাগত মুক্ত করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি আবাসিক ছাত্রহল খালি করে বৈধ ছাত্রদের পরিচয়পত্র চেক করে হলে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কর্তৃপক্ষকে এই কাজে চার শ' বিডিআর এবং ছয় শ' পুলিশ সহায়তা করবে। প্রতিটি হলের সব কক্ষে শিক্ষক, পুলিশ ও বিডিআরের সমন্বিত টিম তালা ভেঙ্গে সাঁড়াশি অভিযান চালাবে। হলের আবাসিক শিক্ষকদের সমন্বয়ে এরপর থেকে সর্বক্ষণিক মনিটরিংয়ের মাধ্যমে হলগুলো বহিরাগতমুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘটের চতুর্থ দিনে গতকাল শান্তিপূর্ণ ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। ছাত্রদল পাঁচ দফা দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। ছাত্রলীগ আগামী শনিবার বইখাতা নিয়ে ক্লাস করার ঘোষণা দিয়েছে। প্রধান দু'টি ছাত্রসংগঠন মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

## ৪শ' বিডিআর

(১২-এর পাতার পর)

কার্যক্রম বন্ধ হওয়ায় শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রহলগুলো অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করা, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতাকর্মীদের সহঅবস্থান নিশ্চিত করা এবং উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগসহ পাঁচ দফা দাবিতে ছাত্রদল গত ২৯ জুলাই থেকে লাগাতার ছাত্রধর্মঘট কর্মসূচী শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদলের নেতাদের কয়েকদফা আলোচনার আহ্বান জানালে তারা কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ছত্রদল নেতারা তাদের ধর্মঘট কর্মসূচীও চালিয়ে যাচ্ছে। গত চার দিনের ধর্মঘটে কর্তৃপক্ষ প্রায় ৮০টি পরীক্ষা স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে না নিয়ে যথেষ্ট নরম আচরণের কৌশল অবলম্বন করে। এতে ছাত্রদল ক্রমাগত শক্ত অবস্থান নিতে থাকে। ছাত্রলীগও যথেষ্ট সহিষ্ণু অবস্থান গ্রহণের পর এবার রুখে দাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে বিস্তারিত জানিয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। চ্যান্সেলর উপাচার্যকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, সিনেট সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় চলবে। সিনেট সিন্ডিকেটসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফোরাম ধর্মঘটের কারণে পাঁচ দিনের পরীক্ষা স্থগিত করেছে। ছাত্রদলকে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু ছাত্রদল বলেছে, কর্তৃপক্ষের সাথে তারা বিভিন্ন সময় আলোচনায় গিয়ে প্রতারিত হয়েছে, এবার কর্তৃপক্ষ এমন কোন উদ্যোগ নিক যাতে ছাত্রদলের আস্থা অর্জন করতে পারে– তারপর ছাত্রদল আলোচনায় যাবে। কর্তৃপক্ষ এই কারণে হলগুলো খালি করে অস্ত্র ও বহিরাগত মুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগের পর ছাত্রদল ধর্মঘট প্রত্যাহার না করলে কি হবে প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক এবং দেশবাসীকে বিস্তারিত জানাতে হবে। তবে তিনি আশাবাদী বলে জানিয়েছেন। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন বলেছেন, কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত তারা প্রত্যাখ্যান করেনি। তাই বলে ছাত্রদলের কোন নেতাকর্মী হলে উঠতে যাবে না। সে জানিয়েছে, ছাত্রদল গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এটি আইওয়াশ নাকি প্রকৃতপক্ষে হলগুলো অস্ত্র ও বহিরাগত মুক্ত করার উদ্যোগ। ছাত্রদলের মনঃপুত হলে তারা তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে পারে এবং আলোচনায় যেতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন। মনির হোসেন বলেন, সমাধান একটা হবে তবে সেই সমাধানের পথ কর্তৃপক্ষকেই বের করতে হবে।

### আজ সব হল খালি করা হবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সিন্ডিকেট এবং শিক্ষকদের বিভিন্ন ফোরামের যৌথ সভায় হলগুলো খালি করে বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ছাত্রদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করেই তাদের হলে প্রবেশের ব্যবস্থা করবে। ছাত্ররা প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত হলে আসা-যাওয়া করতে পারবে। উপাচার্য এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা উপদেষ্টা এএসএম শাহজাহানের সঙ্গে আলোচনা করেন। শিক্ষা উপদেষ্টা হলগুলো সকল ধরনের দখল দাবিত্মুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে পুলিশ, বিডিআরের ব্যবস্থা করেছেন। একযোগে আজ সকাল ন'টায় হল খালি করে সব কক্ষে দু'জন পুলিশ, একজন বিডিআর এবং একজন শিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত একটি টিম তল্লাশি চালাবে। তল্লাশি শেষে ছাত্রদের পরিচয়পত্র চেক করে হলে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া পুলিশ বিডিআরের টহল টিমও ক্যাম্পাস এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে বলে জানা গেছে। এই প্রসঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, এটি প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে সকলের সহযোগিতা দরকার। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সকলের সহযোগিতা পাবেন একটি কার্যকর সাড়াশি অভিযান চালাতে। তিনি বলেন, লুকোচুরির কিছু নেই। সবার জন্য ওপেন বহিরাগতমুক্ত করার এই অভিযান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি রেকর্ড হয়ে থাকবে।

### প্রধান উপদেষ্টার কাছে ছাত্রদলের স্মারকলিপি

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল পাঁচদফা দাবিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নিকট গতকাল স্মারকলিপি দিয়েছে। ছাত্রদল ধর্মঘটের পক্ষে গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করেছে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু, সাহাবুদ্দীন লাল্টু, মনির হোসেন, এবিএম মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

### ৪ আগস্ট ছাত্রলীগের ক্লাস করার ঘোষণা

ধর্মঘটী ছাত্রসংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতি ছাত্রলীগ এবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। ধর্মঘটের প্রতিবাদে গতকাল ছাত্রলীগের মিছিল সমাবেশ কর্মসূচী থেকে এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বটতলায় অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের সমাবেশে বক্তৃতা করেন বাহাদুর বেপারী, অজয় কর খোকন, একেএম আজিম প্রমুখ। সমাবেশে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, আগামী ৪ আগস্ট ছাত্রলীগের কয়েক শ' নেতাকর্মী ক্যাম্পাসে, বইখাতা নিয়ে এসে ক্লাস করতে যাবে। ছাত্রলীগ কর্মীরা ছাত্রদলের লাগানো তালা ভেঙ্গে ক্লাসে যাবে। ছাত্রদল কর্মীরা বাধা দিলে ছাত্রলীগও ছাড়বে না বলে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে।

### শিক্ষক সমিতির উদ্বেগ প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের এক সভা গতকাল এই লাগাতার ধর্মঘটের কারণে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আমিনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপাচার্যের গাড়ি ভাংচুর এবং তাঁর পদত্যাগের অযৌক্তিক দাবির নিন্দা জানানো হয়েছে। সভায় উপাচার্য ও প্রভোস্ট, হাউস টিউটরদের বাড়ি তল্লাশির দাবির নিন্দা জানিয়েছে। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ হাজার হাজার ছাত্রের শিক্ষা জীবন রক্ষা, ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও সেশনজটমুক্ত পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আলোচনার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন। আগামী শনিবার বিকাল পাঁচটায় শিক্ষক সিমিতির এক জরুরী সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছে। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরিফ উল্লাহ ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে।